তারিখ ... 21 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...20... কলাম ...6...

সংবাদ

ধর্মপাশার নুরপুর সর. প্রা. বিদ্যালয়

নয় বছর ধরে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান

সাইফউল্লাহ, ধর্মপাশা (সুনামগঞ্জ)

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার হাওরাঞ্চল সুখাইর রাজাপুর উত্তর ইউনিয়নের নুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নিচে কুমলমতিন শিক্ষার্থীদের পাঠ্যদান করছেন শিক্ষকরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সরজমিনে গিয়ে জানাযায়, নুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৪৬ সালে স্থাপিত হয়েছিল। সুরমা নদী ভাঙনে ২০০৭ সালে স্কুল ভবনটি বিলীন হয়ে যায়। এর পর থেকে স্কুল ভবন না থাকায় স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. আবদুল্লাহ আল আজাদের বাড়ির উঠানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। যদি বৃষ্টি আসে তাহলে ঘরের বারান্দায় ওই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অনুসন্ধানে জানাযায়, সহকারী শিক্ষক নার্গিস আক্তার খাতুন নুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৪ সাল থেকে নয় বছর এককভাবে স্কুল পরিচালন করেছেন। এবং ১২ থেকে ১৩ সালে ১ বছর তিন জন শিক্ষক ছিলেন, এর পর থেকে দুজন সহকারী শিক্ষক দিয়ে স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এতে করে শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্চে বলে জানাযায়। সহকারী শিক্ষক নাসরিন আক্তার বলেন, আমরা দু'জন শিক্ষক মিলে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা করিয়ে আসছি। এছাড়া স্কুল ভবণ নেই, শ্রেণী কক্ষ নেই, আসবাবপত্র সহ সব ধরনের সমস্যায় জর্জরিত নুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবদুল্লাহ আল আজাদ জানান, ওই স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৫০ জন রয়েছে, আমার নিয়মিত স্কুল পরিশর্ন করি এতে দেখতে পাই দুজন শিক্ষক খুব বেশি কষ্ট করে লেখাপড়া করান। আমরা কি করব, আমরা তো শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারি না, ওদিকে ধর্মপাশা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রোকেয়া আক্তার খাতুনের কাছে বারবার লিখিত আবেদন দাখিল করেও কোন সুরাহ পাইনি। স্কুলের ভবন না থাকায় অনেক ছেলে মেয়ে স্কুলে আসে না, যদি স্কুল ভবন তাকে তাহলে নুরপুর গ্রামে ৫শ' শিক্ষার্থী দেখা পড়া করতে পারত। আমি সুনামগঞ্জ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সুনামগঞ্জ ১ আসনের এমপি ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতনের সুদৃষ্টি কামনা করি। এছাড়া এমপি রতনের সহযোগিতা সরকারিভাবে স্কুল ভবণ নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রায় ৯ বছর যাবৎ খোলা আকাশের নিচে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য দান করছেন। অভিভাবক আফজলনুর বলেন, আমার হাওর পাড়ের বাসিন্দা তাই আমাদের খবর কেউ রাখেন না। অনেক ছাত্র রয়েছে শিক্ষক ও স্কুল ভবণ না থাকায় স্কুলে আসে না।

গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি হারুন ওর রশিদ বলেন, স্কুল পরিদর্শন করা হয় নাই, আমরা জানি প্রায় ২ যুগের মধ্যে শিক্ষা কর্মকর্তা গণ ৭ বার স্কুল পরিদর্শন করেছেন। উনার যদি মাসে ১ বার আসেন তাহলে স্কুলের সমস্যাগুলো তুলে ধরা যেত। ৪র্থ শ্রেণীর স্কুল শিক্ষার্থী দুর্জয় (৯)বলেন, আমাদের বেঞ্চ নাই, তাই বসতে পারি না। একই শ্রেণীর জুলেখা (১০) বলেন, আমাদের স্কুল নাই তাই উঠানে বসে পড়া লেখা করি। ৫ শ্রেণীর শিক্ষার্থী মুন্না (১১) বলেন, আমরা বই পাইছি, নিয়মিত স্কুলে আসি কিন্তু বসার জায়গা আমাদের নাই, শিক্ষার্থী তাহমিনা (১১) বলেন, স্যার মাত্র দু'জন আমাদের ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করা খুব কষ্ট হচ্ছে, দেখার কেউ নেই, আমাদের দেখে কেউ দেখে না। এ ব্যাপারে ধর্মপাশা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রোকেয়া আক্তার খাতুন সত্যতা স্বীকার করে বলেন, স্কুলে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে অচিরেই স্কুল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে আমি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে সমস্যার কথা জানিয়েছি, তিনি বলেন, অচিরেই শিক্ষক সমস্যা সমাধান করা হবে।